বাণিজ্যিক ফুলচাষ

বাণিজ্যিক ফুলচাষ

মৃত্যুঞ্জয় রায়

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মোঃ মহিদুল ইসলাম
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : বাইজিদ আহমেদ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Banijyik Phulcash by **Mrityunjoy Roy**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabayar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2024
Price : 500.00
US $ 10
ISBN 978 984 97255 1 0

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
www.anindyaprokash.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৫৭১১১৯৬৬৬
www.rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.othoba.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
www.boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
www.boiferry.com/publisher/anindya-prokash/ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬৩৮১১২১১২
www.prothoma.com/anindyaprokash/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩

উৎসর্গ

আদরের সৃজিতা
ফুলের কুঁড়ির মতোই যে শুদ্ধ ও সুন্দর
যার সৃজনে পৃথিবী আরও সুন্দর হবে

পূর্বকথা

‘তোমার জন্য সকাল, দুপুর
তোমার জন্য সন্ধ্যা
তোমার জন্য সকল গোলাপ
এবং রজনীগন্ধা।’
–হেলাল হাফিজ

ফুল চির শ্বাশ্বত সৌন্দর্যের প্রতীক। ফুল ভালোবাসে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রেম, প্রণয়, বিয়ে, বিদায়– সকল আনুষ্ঠানিকতায় এখন চাই ফুল। তরতাজা ফুলের সৌরভে-সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে যে-কোনো পরিবেশ। বাগান, বাড়ি, অফিস, সভা, অনুষ্ঠান– সব জায়গাতেই এখন ফুলের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। কনে সাজানো থেকে শুরু করে ফুলদানি সাজানো, মনের মতো করে বিয়ের গাড়ি সাজানো, মঞ্চ সাজানো– কোথায় না এখন লাগছে তাজা ফুল? সারা বিশ্বে ফুলদানির জন্য কাটা ফুলের ব্যবহার হয় সবচেয়ে বেশি।

বিশ্বে ২০২০ সালে প্রায় ৩০.৭ বিলিয়ন ডলারের ফুল বেচাকেনা হয়। এই ফুল যোগান দেওয়ার জন্য অনেক দেশেই ফুলকে ফসলের মতো চাষ করা হয়। সেসব ফুল খেত বা পলিশেড থেকে তুলে বাজারে বিক্রি হয়, রপ্তানি করা হয় বিদেশে। ফুলের উৎপাদন, বিপণন, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ঘিরেই গড়ে উঠেছে বাণিজ্যিক ফুলচাষ।

বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ফুলগুলো হলো গোলাপ, জারবেরা, রজনীগন্ধা, গ্ল্যাডিওলাস, চন্দ্রমল্লিকা, টিউলিপ ইত্যাদি। ভারতীয় উপমহাদেশে গাঁদা ফুলও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফুল। শীর্ষ ফুল উৎপাদনকারী পাঁচটি দেশ হলো নেদারল্যান্ড, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, কেনিয়া ও ইথিওপিয়া। বিশ্বের বৃহত্তম ফুল বাণিজ্যের

কোম্পানি বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হলো ইন্টারফ্লোরা যা ৯৮ বছর ধরে ফুলের ব্যবসা চালিয়ে আসছে ১৪০টি দেশের ৫৮ হাজার ফুল উৎপাদকের সাথে।

এ দেশের প্রায় ৪০টি জেলায় বর্তমানে ফুল চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশেও গোলাপ শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ফুল। এরপর রজনীগন্ধা ও গাঁদা। এ তিনটি ফুলের পাশাপাশি চাষ হচ্ছে গ্ল্যাডিওলাস, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, জিপসোফিলা, গোল্ডেন রড ইত্যাদি। সম্প্রতি লিলিয়াম ফুল চাষেও সফলতা পাওয়া গেছে। পরীক্ষামূলকভাবে পঞ্চগড়ে চাষ করা হয়েছে টিউলিপ ফুলও।

এসব ফুলের পাশাপাশি কারনেশন, অর্কিড, দোপাটি, বেলী, জুঁই, ক্যালেন্ডুলা, অ্যাস্টার, জিনিয়া, মোরগঝুঁটি, বোতাম ফুল ইত্যাদিরও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ দশটি বাণিজ্যিক ফুল নিয়ে লেখা হয়েছে এই বই। এসব ফুলের জাত, উপযোগী আবহাওয়া ও মাটি, চারা উৎপাদন, চারা লাগানো, সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, বালাই ব্যবস্থাপনা, ফুল তোলা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য নিয়ে বইটি সমৃদ্ধ করা হয়েছে। বইটি বাণিজ্যিক ফুলচাষিদের বেশি কাজে লাগবে। তাছাড়া উদ্যানতত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, ফুল ব্যবসায়ীদেরও বইটি কাজে লাগতে পারে।

বইটি লিখতে গিয়ে অনেক বইপত্র, গবেষণাপত্র, ওয়েবসাইট, পত্রপত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে বইটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনিন্দ্য প্রকাশের সুযোগ্য প্রকাশক জনাব মোঃ আফজাল হোসেনকে।

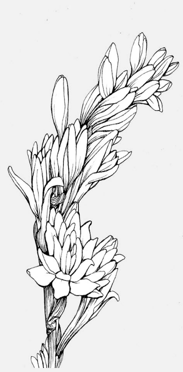

মৃত্যুঞ্জয় রায়
২০ জুলাই ২০২২

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ : বাণিজ্যিক ফুল

ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক ১১, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ফুল ১২, ঐতিহ্যের প্রতীক ফুল ১৫, ফুল চাষের ইতিহাস ১৫, বাণিজ্যিক ফুল ৩৬, বাণিজ্যিক ফুলনির্ভর পেশাজীবী ৩৭, কাটা ফুল চাষ ও বাণিজ্যের বৈশ্বিক চিত্র ৩৮, ফুলের বাজার ৪১, বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ফুলের উৎপাদন ব্যয় ও লাভ ৪২, বাণিজ্যিক ফুল চাষ সম্প্রসারণে করণীয় ৪৩

অধ্যায় ২ : গোলাপ

উৎপত্তি ও বিস্তার ৪৮, উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনা ৫০, প্রজাতি ৫১, শ্রেণিবিভাগ ও জাত ৫২, বাণিজ্যিক জাত ৫৪, আবহাওয়া ও মাটি ৫৫, চারা তৈরি ৫৬, চারা লাগানোর সময় ৫৬, জমি তৈরি ৫৬, চারা লাগানো ৫৭, সার প্রয়োগ ৫৭, সেচ ও নিকাশ ৫৯, আগাছা পরিষ্কার ৫৯, ছাঁটাই ৫৯, বালাই ব্যবস্থাপনা ৬০, গোলাপ চাষে ক্যাপ প্রযুক্তি ৭৬, ফুল তোলা ৭৬, ফলন ৭৭

অধ্যায় ৩ : রজনীগন্ধা

উৎপত্তি ও বিস্তার ৭৮, উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনা ৭৮, ব্যবহার ৮০, আবহাওয়া ও মাটি ৮০, জাত ৮০, জমি তৈরি ৮৩, কন্দ রোপণ ৮৪, সার ব্যবস্থাপনা ৮৫, আগাছা নিড়ানো ৮৫, সেচ ব্যবস্থাপনা ৮৬, বালাই ব্যবস্থাপনা ৮৬, ফুল তোলা ও ফলন ৮৬

অধ্যায় ৪ : গাঁদা

উৎপত্তি ও বিস্তার ৮৯, উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনা ৮৯, আবহাওয়া ও মাটি ৯০, ব্যবহার ৯১, ভেষজ গুণ ৯১, জাত ৯৩, জমি তৈরি ৯৪, চারা তৈরি ৯৪, বীজ বপনের সময় ৯৪, চারা রোপণ ৯৫, সার ব্যবস্থাপনা ৯৫, অন্যান্য পরিচর্যা ৯৬, ফুল তোলা ও ফলন ৯৬

অধ্যায় ৫ : গ্ল্যাডিওলাস

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনা ৯৭, ব্যবহার ৯৮, জাত ৯৯, কন্দ শোধন ও চারা তৈরি ৯৯, জমি তৈরি ১০০, কন্দ লাগানো ১০০, সেচ ও নিকাশ ব্যবস্থাপনা ১০০, আগাছা পরিষ্কার ১০১, সার ব্যবস্থাপনা ১০১, গাছে ঠেস দেওয়া ১০১, বালাই ব্যবস্থাপনা ১০১, ফুল তোলা ও বিপণন ১০২, কন্দ তোলা ও মজুদ ১০২, উৎপাদন ও আয় ব্যয় ১০২

অধ্যায় ৬ : চন্দ্রমল্লিকা

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনা ১০৫, শ্রেণিবিভাগ ও জাত ১০৫, আবহাওয়া ও মাটি ১০৮, জমি তৈরি ১০৯, চারা রোপণ ১১১, সার ব্যবস্থাপনা ১১২, গাছ শক্ত রাখার জন্য ঠেস দেওয়া ১১২, শাখা ভাঙা ১১৩, কুঁড়ি অপসারণ ১১৩, সেচ

ব্যবস্থাপনা ১১৩, ফুলের যত্ন ১১৩, বালাই ব্যবস্থাপনা ১১৪, ফুল তোলা ১১৫, ফলন ও লাভ ১১৬, ভালো ফুল ফোটানোর টিপস্ ১১৬

অধ্যায় ৭ : ডালিয়া
উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনা ১১৮, ব্যবহার ১১৯, শ্রেণিবিভাগ ও জাত ১২০, আবহাওয়া ও মাটি ১২২, মাটি বা জমি তৈরি ১২২, চারা তৈরি ১২৩, চারা রোপণ ১২৩, সার ব্যবস্থাপনা ১২৩, সেচ ও নিকাশ ১২৪, ঠেকনা দেওয়া ১২৪, শাখা ভাঙা ও কুঁড়ি সরানো ১২৪, আগাছা পরিষ্কার ১২৫, বালাই ব্যবস্থাপনা ১২৫, ফুল তোলা ও সংরক্ষণ ১২৫, কন্দ সংরক্ষণ ১২৬, বেশি ফুল ও ফুল বড় করার উপায় ১২৬, ভালো ফুল ফোটানোর টিপস্ ১২৬

অধ্যায় ৮ : জারবেরা
উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনা ১২৮, আবহাওয়া ও মাটি ১২৮, জাত ১২৯, চারা তৈরি ১২৯, জমি তৈরি ১৩০, চারা রোপণ ১৩০, সেচ দেওয়া ১৩১, সার প্রয়োগ ১৩১, হরমোন প্রয়োগ ১৩১, বালাই ব্যবস্থাপনা ১৩২, ফুল তোলা ও সতেজ রাখা ১৩৩

অধ্যায় ৯ : লিলিয়াম
উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনা ১৩৫, শ্রেণিবিন্যাস ও প্রজাতি ১৩৬, জাত ১৬৩, আবহাওয়া ও মাটি ১৬৬, বংশবিস্তার ১৬৭, জমি তৈরি ১৬৮, সার প্রয়োগ ১৬৮, পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ ১৬৮, কন্দ রোপণ ১৬৯, অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ১৬৯, পলিশেডে লিলিয়াম চাষ ১৭০, বালাই ব্যবস্থাপনা ১৭০, ফুল তোলা ১৭২, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ১৭২, কন্দ সংরক্ষণ ১৭২

অধ্যায় ১০ : জিপসোফিলা
উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনা ১৭৪, ব্যবহার ১৭৫, আবহাওয়া ও মাটি ১৭৫, জাত ১৭৬, চাষাবাদ ১৭৬, বালাই ব্যবস্থাপনা ১৭৭, ফুল তোলা ও ফলন ১৭৭

অধ্যায় ১১ : গোল্ডেন রড
উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনা ১৭৮, শ্রেণিবিন্যাস ও জাত ১৭৯, ভেষজ গুণ ১৭৯, ব্যবহার ১৭৯, আবহাওয়া ও মাটি ১৭৯, চাষাবাদ ১৭৯, বালাই ব্যবস্থাপনা ১৮০, ফুল তোলা ১৮০

অধ্যায় ১২ : ফুল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা
কাটা ফুলের জীবনকাল ১৮১, ফুল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় বা অবস্থা ১৮২, ফুল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ১৮৩

তথ্যসূত্র ১৮৯

অধ্যায় ১

বাণিজ্যিক ফুল

ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক, ফুল সবাই ভালোবাসে। ধান, গম, আলু, পটল পেটের ক্ষুধা মিটায় কিন্তু মনের ক্ষুধা মিটানোর জন্য চাই ফুল। প্রাচীনকালে এক মনীষী ফুলের বাগান করাকে সুখী হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় বলে উল্লেখ করেছিলেন। তা এখনো সত্য। ফুল যে ভালোবাসে না, অবলীলায় সে মানুষ খুন করতে পারে। ফুলের প্রতি মানুষের এই ভালোবাসার কারণে ফুল এখন বাণিজ্যিক পণ্য হয়ে উঠেছে। ফুলের এই সৌন্দর্য ও মানুষের ভালোবাসাকে পুঁজি করে বিশ্বে এখন নানারকম ফুল বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হচ্ছে। প্রতিবছর বিশ্বে ফুল বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় কোটি ডলার। বিশ্বে ফুল উৎপাদনে অগ্রণী দেশগুলো হলো নেদারল্যান্ড, থাইল্যান্ড ইত্যাদি। বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১০ শতাংশ হারে ফুলের চাহিদা বাড়ছে। এ দেশেও প্রতিবছর ফুলের চাহিদা বাড়ছে। বর্তমানে এ দেশে প্রায় ১২০০ কোটি টাকার ফুলের বাজার রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ২০টি জেলায় কমবেশি ১২ হাজার হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে ফুল উৎপাদিত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ফুল চাষ হয় যশোর ও ঝিনাইদহ জেলায়। ফুল চাষে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জেলাগুলো হলো চুয়াডাঙ্গা, ঢাকার সাভার, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মেহেরপুর, রাঙ্গামাটি, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, মানিকগঞ্জ ও নাটোর। বাণিজ্যিকভাবে এদেশে সবচেয়ে বেশি চাষ করা হয় গোলাপ। এরপর রয়েছে গাঁদা, রজনীগন্ধা, গ্ল্যাডিওলাস ও জারবেরা ফুল। এর পাশাপাশি স্বল্প আকারে হলেও বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হচ্ছে চন্দ্রমল্লিকা, জিপসি, গোল্ডেন রড, ডালিয়া ইত্যাদি। বিদেশ থেকে আসা লিলিয়াম, কারনেশন, টিউলিপ নতুন ফুল হিসেবে চাষ করা হচ্ছে। এ দেশে প্রায় ২০ লাখ লোক বর্তমানে ফুল চাষ ও ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছেন।

ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক

ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে ফুল ভালোবাসে না সে মানুষ খুন করতে পারে– এমনটাই প্রবাদ রয়েছে। ফুল নিয়ে চীনা প্রবাদ রয়েছে ‘Habits and customs differ, but all

people have love of flowers in common' অর্থাৎ স্বভাব ও রীতি আলাদা হলেও সব মানুষই ফুল ভালোবাসে। ফুলের সৌন্দর্য তার রঙে, রূপে, সুগন্ধে। ফুলের সৌন্দর্য মানুষের জন্য কতটা বিকশিত হয় তা জানা না গেলেও, সে তার রূপ দিয়ে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে পরাগ যোগকারী পতঙ্গদের। প্রকৃতির বিধানেই ফুলের এই সৌন্দর্য বিধাতা দিয়েছেন। না হলে ফুলের অস্তিত্বই পৃথিবীতে থাকত না, ফুল না ফুটলে সব মানুষই একদিন খাবার না পেয়ে মরে যাবে। ফুলের রঙে আকৃষ্ট শুধু মানুষই না, আকৃষ্ট হয় বিভিন্ন পোকামাকড় ও বন্য প্রাণীরাও। প্রজাপতি, মৌমাছি, ভীমরুল, বোলতা ইত্যাদি পোকারা ফুলের রঙে আকৃষ্ট হয়ে ফুল থেকে ফুলে ঘুরে বেড়ায়, মধু সংগ্রহ করে আর প্রকৃতির সেরা কাজটা করে দিয়ে যায়। ফুলের পরাগায়ন ঘটিয়ে সেসব ফুলের বীজ গঠন ও বংশরক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়ে যায়। এর কারণেই ফুল থেকে ফল হয়, বীজ হয়, এগুলো খেয়ে আমরা বাঁচি। তাই ফুল আমাদের জীবনেরও প্রতীক।

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ফুল

পৃথিবীতে এমন কবি-সাহিত্যিক খুঁজে পাওয়া যাবে না যার সাহিত্যে, কবিতায়, গানে ফুল না আছে। নানা রকমের ফুল নানাভাবে সাহিত্যে এসেছে, নানা রূপে ও উপমায় ব্যবহৃত হয়েছে অসংখ্য ফুলের নাম। তিন হাজারের বেশি নজরুল সংগীতে আছে গোলাপ, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, মালতি, কুন্দ, করবী, যূথী, চম্পা, বকুল, শেফালি, পলাশ, পারুল, দোপাটি, জবা, নার্গিস ইত্যাদি শতাধিক ফুলের নাম। গাঁদা ফুল নজরুল সংগীতে উঠে এসেছে অন্য এক অভিমানী সুরে–

> 'হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল।
> এনে দে এনে দে নইলে বাঁধব না, বাঁধব না চুল।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের ফুলের নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে 'দোলনচাঁপা'। কবি জীবনানন্দ দাশের 'রজনীগন্ধা' কবিতায় রয়েছে–

> 'অনেক কাজের পরে এইখানে থেমে থাকা ভালো;
> রজনীগন্ধার ফুলে মৌমাছি কাছে
> কেউ নেই, কিছু নেই, তবু মুখোমুখি
> এক আশাতীত ফুল আছে।'

বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুষঙ্গ ফুল। অজস্র চিত্রকলা ও সাহিত্যে ফুল স্থান পেয়েছে নানা ভঙ্গিমায়। এমনকি চলচ্চিত্রের শিরোনামও হয়েছে নানা ফুলের নাম, যেমন সোফিয়া লরেন অভিনীত বিখ্যাত সিনেমা সানফ্লাওয়ার। ১৯৩১

সালে নির্মিত 'দ্য সিটি লাইট' সিনেমায় চার্লি চ্যাপলিন প্রেমে পড়েছিলেন রাস্তায় ফুল বিক্রি করা এক অন্ধ মেয়ের, সেই প্রকাশও ঘটেছিল ফুল দিয়ে।

১৯৩১ সালে নির্মিত 'দ্য সিটি লাইট' সিনেমায় চার্লি চ্যাপলিন

ফুল নিয়ে ছবি এঁকে খুব কম শিল্পীই ভিনসেন্ট ভ্যান গগের মতো খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর আঁকা বিখ্যাত পেইন্টিং 'স্টিল লাইফ ভাস উইথ টুয়েলভ সানফ্লাওয়ার'। আইরিস ফুল নিয়ে তাঁর আঁকা আর একটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম হলো 'আইরিসেস'।

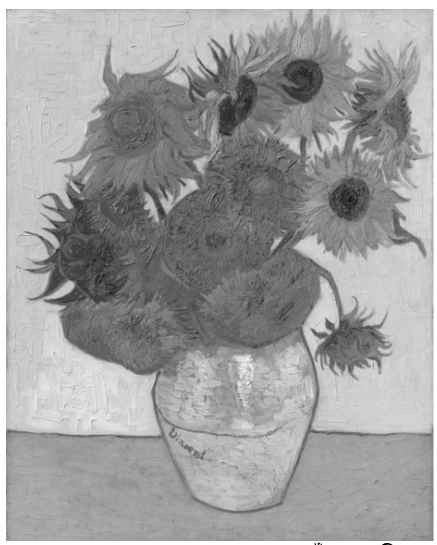

১৮৮৮ সালে ভ্যান গগের আঁকা ছবি
'স্টিল লাইফ ভাস উইথ টুয়েলভ সানফ্লাওয়ার'

ফুলের বিভিন্ন রং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। যেমন ভারতীয়দের কাছে কমলা ফুল উদারতার প্রতীক, লাল ফুল শক্তি, নীল ফুল বিষণ্নতা ও সাদা ফুল পবিত্রতার প্রতীক। কবিরাও ফুলের রং নিয়ে নানা রকম শুভ-অশুভের কথা বলেছেন। যেমন ড্যাফোডিল ফুল হলো ব্যর্থ প্রেমের প্রতীক, ডেইজি ফুল গ্রাম্য সারল্য, টিউলিপ ফুল সাহসিকতা, কচুরিপানার ফুল বিষণ্নতা, চেরী ফুল সমৃদ্ধি, সূর্যমুখী ফুল ভক্তি-নিষ্ঠার প্রতীক, লাল গোলাপ ভালবাসা ও প্রণয়ের প্রতীক। বিষণ্ন মনেও ফুল দেখলে হঠাৎ করেই মনটা ভালো হয়ে যায়, কাজে মন ফিরে আসে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমরা যখন বিষণ্নতা বা টেনশনে ভুগি তখন উজ্জ্বল রঙের ফুল ফোটো বাগানে বা মাঠে অথবা ঘরে কিছু উজ্জ্বল রঙের ফুল রাখলে তা আমাদের সুখী হতে সাহায্য করে। ফুলের সুগন্ধ আর উজ্জ্বল রং আমাদের মস্তিষ্কে ভালো অনুভূতি বা সুখানুভূতি প্রদানকারী কিছু হরমোন নিঃসরণে সাহায্য করে যা আমাদের সুখী করে। আবেগ প্রকাশের ভাষা হতে পারে ফুল। যেমন– কাউকে প্রেম নিবেদন করার কথা মুখে প্রকাশ করা না গেলেও তা প্রকাশের ভাষা হতে পারে একটি লাল গোলাপ। কাউকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এক গোছা লাল আর হলুদ ফুলই যথেষ্ট। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা হতে পারে একছড়ি নীল অর্কিড বা ওরিয়েন্টাল লিলি ফুল। সুখ প্রকাশের ভাষা হতে পারে একটি উজ্জ্বল জারবেরা ফুল অথবা কমলা রঙের গোলাপ। ঘনিষ্ঠ কোনো মানুষের মৃত্যুতে আমরা শোকাতুর হয়ে পড়ি। তার বিদায়বেলা তাই শোক প্রকাশের ভাষা হতে পারে সাদা গোলাপ বা সাদা লিলিয়াম, এমনকি সাদা রজনীগন্ধা।

ধর্মীয় সংস্কৃতিতেও বেশ কিছু ফুলের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ফুলের বেশ কিছু বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করা যায়। হিন্দুরা কালিকে জবা, মহাদেবকে আকন্দ ও ধুতরা, দুর্গাকে অপরাজিতা, লক্ষ্মীকে পদ্ম, সরস্বতীকে পলাশ ও কুন্দ ফুল দিয়ে পূজা করে। খ্রিষ্টানরা মিজেল ফুলকে, বৌদ্ধরা পদ্ম ও ইহুদিরা ডালিয়া ফুলকে পবিত্র মনে করে।

সব দেশে সব জাতির মানুষের কাছেই ফুল হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার। এ দেশে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, পহেলা ফাল্গুন, একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ফুলের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। শুধু ফেব্রুয়ারি মাসেই এদেশে প্রায় ২০০ কোটি টাকার ফুল বেচাকেনা হয়।

ঐতিহ্যের প্রতীক ফুল

ফ্লান্দার্সের প্রান্তরে ফোটা লাল পপি ফুলকে যেমন প্রাচীনকালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নিহত সৈনিকদের রক্তবিন্দুর প্রতীক বলে মনে করা হয়, তেমনি জাপানে চন্দ্রমল্লিকাকে ধরা হয় সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে। এ ফুলটি জাপানের জাতীয় ফুলও বটে। প্রাচীন মিশরে শাপলা ফুল ছিল রাজশক্তির প্রতীক, ওটি আমাদের দেশেও তেমনি মর্যাদার। চন্দ্রমল্লিকা যেমন জাপানে সমৃদ্ধি বয়ে এনেছে তেমনি এখন বিশ্বের নানা দেশেই নানা ফুল তাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পণ্য হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রয়েছে বিভিন্ন জাতীয় ফুল যা তাদের শৌর্য-বীর্য, শক্তি-সামর্থ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক। সব ফুলের মধ্যে গোলাপকে বলা হয় ফুলের রানি। গোলাপ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, শ্লোভাকিয়া, সাইপ্রাস, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, ইকুয়েডর, ইরান, ইরাক ও মালদ্বীপের জাতীয় ফুল। এভাবে বিভিন্ন দেশের রয়েছে বিভিন্ন জাতীয় ফুল। যেমন– সাদা শাপলা (বাংলাদেশ), আইরিস (ফ্রান্স), লিলি (ফিনল্যান্ড ও যুগোশ্লাভিয়া), টিউলিপ (নেদারল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও তুরস্ক), জুঁই (পাকিস্তান ও সিরিয়া), সূর্যমুখী (ইউক্রেন), অর্কিড (হংকং ও হন্ডুরাস), চন্দ্রমল্লিকা ও চেরী (জাপান), পদ্ম (ভারত ও মিশর), কাল্লা লিলি (ইথিওপিয়া ও সেন্ট হেলেনা), থিসল (স্কটল্যান্ড), ক্যামোমাইল (রাশিয়া), ল্যাভেন্ডার (পর্তুগাল), ফ্লেম লিলি (জিম্বাবুয়ে), জবা (দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়া), লাল পপি বেলজিয়াম), নীল পপি (ভুটান), ক্যাটলেয়া অর্কিড (ব্রাজিল), ক্রিসমাস অর্কিড (কলম্বিয়া), ডেইজি (ডেনমার্ক), আমাজান লিলি (গায়ানা), মালতি (ইন্দোনেশিয়া), চম্পা (লাওস), কৃষ্ণচূড়া (মাদাগাস্কার), মল্লিকা (ফিলিপিন), ডগরোজ (রোমানিয়া), কারনেশন (সিসিলি ও স্লোভেনিয়া), লাল কারনেশন (স্পেন), ভ্যান্ডা অর্কিড (সিঙ্গাপুর), নীল শাপলা (শ্রীলংকা) ইত্যাদি।

ফুল চাষের ইতিহাস

সভ্যতার আদিযুগ থেকেই ফুল মানুষকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। তাই ফুল চাষ মানব সভ্যতা পত্তনের সমান্তরাল। আর্য সভ্যতা ও বৈদিক যুগে ফুল চাষের কথা বিভিন্ন সাহিত্য থেকে জানা যায়। বিশেষত প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মীয় পুস্তকাদিতে এ উপমহাদেশে ফুলের আবির্ভাব ও তার বিস্তৃতির কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব কালে রামায়ণে যে প্রাসাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা আধুনিক কালের পার্ক বা প্রমোদ ভবনের ফুলশোভিত চত্বরের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। সে বর্ণনায় প্রাসাদের চারপাশে অসংখ্য

ফুলের সমারোহ, ছায়াবীথি, পদ্মভূষণা জলাশয়, উদ্যান প্রভৃতির উল্লেখ আছে। মহাভারতের সভাপর্বে পার্ক, হ্রদ, ঝরনা প্রভৃতি সম্বলিত শহর ইন্দ্রপ্রস্থ, অসবাঘোষের নন্দনবন প্রভৃতি তথ্য থেকে বোঝা যায় সে যুগেও ফুলের চাষ ও ফুলের বাগান ছিল। মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণের কদম তলায় বাঁশি বাজানো আর রেশমি জ্যোৎস্নায় রাধার অভিসারের কথা কে না জানে? এখনো পদ্মফুল হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে এক মহা শুদ্ধতার প্রতীক।

ফুল চাষ ও উদ্যান রচনায় প্রচেষ্টার প্রমাণ মেলে আরও পরে। খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৪-২৭৭ সময়কালে সম্রাট অশোক তাঁর রাষ্ট্রনীতি হিসেবে উদ্যান রচনার উদ্যোগ নেন। প্রাকৃতিক শোভাবর্ধনে ফুল ও সুদৃশ্য গাছের ব্যবহার প্রধানত তাঁর আমল থেকেই দেখা যায়। তিনি বড় বড় রাস্তার দুপাশে সুদৃশ্য মনোরম বৃক্ষরাজি রোপণ করান। ২৫০ খ্রিষ্টপূর্বে তাঁর পুত্র মহেন্দ্র বর্তমান শ্রীলংকার অনুরাধাপুরে অসংখ্য বোধিবৃক্ষ বা বটগাছ রোপণ করেন।

ফুলের চাষ ও সুদৃশ্য গাছের ব্যবহার ১০০ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এ উপমহাদেশে প্রভূত বিকাশ লাভ করে। বিশেষত কনিষ্ক ও গুপ্ত আমলে। দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের আমলে কবি কালিদাস তার শকুন্তলায় যে বনের উল্লেখ করেছেন তাতে অশোক, কদম, অর্জুন, শিউলি, বকুল, ঝাউ প্রভৃতি সুদৃশ্য গাছের পরিচয় পাওয়া যায়। শকুন্তলার পুষ্পালংকার তৈরিতে তাদের কেশে থাকত কদম ফুলের সাজ আর সুডৌল বাহু প্যাঁচিয়ে শোভা পেত গোলাপি পদ্ম। ৩০০ থেকে ৪০০ খ্রিষ্টাব্দে বাৎসায়ন রচিত 'কামসূত্রে' চার প্রকার পুষ্পোদ্যানের কথা জানা যায়। প্রণয় জুটিদের প্রমোদের জন্য 'প্রেমোদ্যান'; রাজনর্তকীর নাচ দেখতে দেখতে ও রাজাদের দাবা খেলা উপভোগের জন্য 'উদ্যান'; রাজার উচ্চ পারিষদবর্গের জীবন উপভোগের জন্য 'বৃক্ষবর্তিকা' এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্য 'নন্দনবন'। তাঁর লেখা গুণবতী গৃহবধূদের দ্বারা বাড়ির আঙিনায় ফুল বাগান করার কথা জানা যায়। অন্যান্য ফুলের সাথে প্রাচীন যুগের রমণীরা জুঁই জাতীয় ফুল, জবা প্রভৃতির চারা রোপণ করতেন। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং রোজ সকালে হিন্দুদের পূজার অর্ঘ্য হিসেবে ফুলের ব্যবহার ও চাষের কথা উল্লেখ করেন। মেয়েদের খোঁপায় সে যুগে ফুল পরার কথা তার লেখাতেই জানা যায়। অজন্তার দেয়াল চিত্র, সরায়গধারার উপবন বিনোদা প্রভৃতি চিত্রেও মেয়েদের খোঁপায় ফুল গোঁজা দেখা যায়। এরকম আরও অনেক রকম তথ্য প্রমাণাদি রয়েছে যা থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশেও ফুল চাষের কথা জানা যায়।